১২৩

তারিখ ...26 AUG 1996...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...২...

আজকের কাগজ

অশান্ত ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এবং স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রীর দায়-দায়িত্ব

ঢাকা ও বগুড়ার ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত কয়েকদিনের ঘটনা এবং বগুড়ায় ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষজনিত পরিস্থিতি যেমন দুর্ভাগ্যজনক, তেমন অনভিপ্রেত। ঢাকা ও বগুড়ার ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি–না কে জানে। কারণ আসন্ন উপনির্বাচনের আগে উভয় স্থানে একই সময়ে ঘটনাগুলো ঘটছে। উপনির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে ঢাকা ও বগুড়ার হিংসাত্মক পরিস্থিতি বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাস পূর্তি হতে না হতেই তাকে স্থিতিহীন করার জন্যে এক গভীর ষড়যন্ত্র ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের ফল কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। আমাদের আশংকার কারণ বিএনপি'র ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও ডাকসু'র অছাত্র ভিপি আমানুল্লাহ আমানের গত শুক্রবার প্রেসক্লাবের সম্মুখে অনুষ্ঠিত বিএনপি সমাবেশে বক্তব্য। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তিনি বলেছেন, 'ছাত্রদল এমন কর্মসূচি দিবে যাহাতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর লেখাপড়া হইবে না। ছাত্রদল মৌচাকের মতো। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়িবেন না। পরিণাম ভালো হইবে না।' আমানুল্লা আমান অত্যন্ত সত্য কথা বলে ফেলেছেন, কারণ ২১ বছর আগে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলের পর থেকে খালেদা জিয়ার ক্ষমতা হারানোর দিন পর্যন্ত তার দলের কর্মসূচির জন্যে বাংলাদেশে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বস্তুতপক্ষে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারেনি। প্রয়াত জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ক্ষমতাসীন হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর থেকেই তিনি গোয়েন্দা, অস্ত্র, অর্থ ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজকে করায়ত্ত করার জন্যে যে নীলনকশার বাস্তবায়ন করেন সে প্রক্রিয়া স্বৈরশাসক এরশাদ ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগের দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। জাতীয় সংসদে বেগম জিয়ার আসন পরিবর্তিত হলেও সে প্রক্রিয়ার যে অবসান ঘটেনি তার কামান নামে খ্যাত আমান এর গর্জন থেকেই শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সঙ্গে সঙ্গে একই সভায় প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকার হুমকি 'আমাদের নেত্রীর (বেগম খালেদা জিয়ার) বিরুদ্ধে মামলা হলে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। এমন ব্যবস্থা নেবো যে তারা দেশ থেকে পালাবার সময় পাবে না।' মীর্জা আব্বাসের সমর্থন 'বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা হলে সাদেক হোসেন যা বলেছেন তাই হবে।' গয়েশ্বর রায়ের আস্ফালন, 'পাঁচ বছরের আগেই এ সরকারকে বিদায় করতে হবে' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি করা যাবে কিন্তু তার তদন্ত বা বিচার করা যাবে না একেই বলে মামার বাড়ির আবদার।

ঢাকা ও বগুড়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিএনপি সংসদীয় দলের উপনেতা ডাঃ ব চৌধুরী শনিবার সংসদ অধিবেশন থেকে প্রতীক বহির্গমনের পর প্রেস ব্রিফিংএ বক্তব্য রাখতে গিয়েও অযাচিতভাবে কিছু সত্য কথা বলে ফেলেছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।' ডঃ ব চৌধুরী তার জায়গায় একজন দায়িত্বশীল সাহসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম যদি ডাঃ ব চৌধুরীর বিবেচনায় দায়িত্বশীল বা সাহসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবেচিত না হয়ে থাকেন তাহলে সে জন্যে দায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নমনীয়তা যার সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও দুইমাস পর্যন্ত ডাঃ ব চৌধুরীর দলের অঙ্গদল–সাবেক ভিপি এমাজউদ্দিন আহমদের ছত্রছায়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের গত বিশ বছরের বিশেষত বিগত পাঁচ বছরের তৎপরতা বজায় রাখার সুযোগ পেয়েছে। ডঃ ব চৌধুরী একই ব্রিফিং–এ ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সাবেক সিএসপি আমলা এ এইচ এস কে সাদেকের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন, 'একইভাবে শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।' এ ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী এএইচকে সাদেকের মৌনতাকে ডাঃ ব চৌধুরী দুর্বলতা বিবেচনা করেছেন মনে হয় আর সে জন্যেই তিনি বলেছেন, 'কিন্তু এ সব ঘটনা নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী একটি কথাও বলবার অবকাশ পাননি। তাহলে দেশ চলছে কিভাবে।' বস্তুত বিএনপি সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকার বাংলাদেশের তিনটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বস্তুতপক্ষে যথাক্রমে বিএনপি ও জামাতকে ইজারা দিয়ে যান। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী গত দুই মাসে সে ব্যবস্থাকে কোনরূপ ডিসটার্ব করার চেষ্টা করেননি, একই কথা জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও প্রযোজ্য, ওই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া হয় যথাক্রমে একাত্তরের রাজাকার ও মৌলবাদিদের হাতে। স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়দ্বয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গত প্রায় দুই মাস যাবত পূর্ববর্তি পাঁচ বছরের পরিস্থিতি বিরাজ করতে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি করা হয় কি?

বিগত দু'মাস যাবত বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যাম্পাসগুলোতে পূর্ববর্তি পাঁচ বছরের বিরাজমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ বিএনপি–জামাত সমর্থক শিক্ষকরা কিভাবে এখনও গ্রহণ করে চলেছে তার উদাহরণ অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মহিলা ছাত্রী আবাসে জামাতপন্থী একজন শিক্ষিকার প্রভোস্টরূপে নিয়োগের ঘটনা। ছাত্রীদের প্রতিবাদের মুখেও পদত্যাগের আগে সাবেক ভিসি ডঃ এমাজউদ্দিন ঐ কর্মটি করে যান। এ ছাড়াও রোববার পত্র–পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলভুক্ত ডঃ ওয়াকিল আহমদ, ডঃ মোঃ শফি চৌধুরী, ডঃ ইউসুফ হায়দার, ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ প্রমুখ ৬৩ জন শিক্ষকের যে বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেও বোঝা যায় যে, ডঃ এমাজউদ্দিনের পদত্যাগ কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশের পরিস্থিতি স্থিতিহীন করে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানোর জন্যে বিএনপি দলের অভিযান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু করা হয়েছে এবং এ সুযোগ তারা পেয়েছে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে পূর্ববর্তি পাঁচ বছরের বিএনপি সরকারের আমলের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুযোগ অব্যাহত থাকার ফলেই। যার পরিণতি আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে কাল হয়তো রাজশাহী এবং পরশু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ অবস্থা দেখা গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। জাতীয় সংসদের বিএনপি উপনেতা ডাঃ ব চৌধুরী ক্যাম্পাস পরিস্থিতির জন্যে স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রীকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দায়ী করেছেন সেটা হয়তো যথার্থ নয়। তিনি হয়তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহনশীলতা এবং শিক্ষামন্ত্রীর উদাসীনতাকে দুর্বলতা ভেবেছেন কিন্তু এটাতো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্যাম্পাস পরিস্থিতির দায়–দায়িত্ব ঐ দুইটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর মন্ত্রী মহোদয়কেই গ্রহণ করতে হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী পদত্যাগী ভিসি এমাজউদ্দিনকে ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দেখা করেননি, তার ঐ ঔদ্ধত্যের উৎস কি? খালেদা জিয়া সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে যে সব দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে একাধিকবার সিনেটের সভায়, ছলে বলে কৌশলে তা এড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গত দু'মাস তার সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি কেনো? বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ এখন পর্যন্ত তাদের বিএনপি আমলের স্টাইল বজায় রেখেছেন অথচ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় নির্বিকার তিনি আমলা সদৃশ মন্ত্রণালয় চালাচ্ছেন, ক্যাম্পাসগুলোতে গত দু' মাস যাবত আগুন লাগানোর চেষ্টা চলছে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বাঁশী না বাজালেও হয়তো কবিতা আবৃত্তি করেছেন। বিএনপি সংসদীয় উপনেতা তাদের সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনার নির্দিষ্ট দিনে স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়ের বক্তব্যের জন্যে দেশবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন ডেকে উপাচার্য নিয়োগের জন্যে তিনজন প্রার্থীর প্যানেল নির্বাচনের ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।